বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সকল বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, মুখ্যআঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকদের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ১৭-০৮-২০২০ ইং, ২৪-০৮-২০২০ ইং, ২৫-০৮-২০২০ ইং, ২৭-০৮-২০২০ ইং, ৩১-০৮-২০২০ ইং, ০২-০৯-২০২০ ইং, ০৭-০৯-২০২০ ইং, ০৯-০৯-২০২০ ইং এবং ১৪-০৯-২০২০ ইং তারিখ যথাক্রমে সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ঢাকা বিভাগ এবং স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে উল্লেখিত কার্যদিবসগুলোতে প্রতিদিন সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের কর্মপরিকল্পনা এবং কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকৃত ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের জন্য ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য ঃ–

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে আগস্ট মাসকে শোকাবহ মাস হিসেবে উল্লেখ করে স্বাধীনতার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি করোনা মহামারি আতঙ্ক বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও শাখা এবং মাঠ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ব্যাংকে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সাহসিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা মারা গেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং ব্যাংকের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ও যারা আক্রান্ত হয়ে ইতোমধ্যে আরোগ্য লাভ করেছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়া তিনি কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৯ টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষনা এবং তা বাস্তবায়নে তহবিল সংগ্রহের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, আজকের পর্যালোচনা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সার্বিক পারফরমেন্স এর বিপরীতে সফলতা/ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা পূর্বক চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনা। পাশাপাশি উক্ত আলোচনায় শাখা ব্যবস্থাপকদের সংযুক্ত করা হয়েছে যেন ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপক পর্যন্ত পৌঁছায়। তিনি কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক মোট ১,০৬,১১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিস্তারিত আলোচনা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিগত অর্থ বছরে বিকেবির আমানত সংগ্রহের প্রবৃদ্ধি জাতীয় প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম এবং ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি সমান হলেও তা চার্জকৃত সুদের সমান, যা অত্যন্ত হতাশজনক। যদি প্রবৃদ্ধি এভাবে চলতে থাকে তবে বিকেবির জন্য ব্রেক-ইভেন পয়েন্ট/লাভজনক পর্যায়ে পৌছানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই আমানত সংগ্রহ করে গুণগতমান সম্পন্ন ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। এলক্ষ্যে **২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমানত সংগ্রহ করতে হবে ৭৪২৯.০০ কোটি টাকা তবেই ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০০.০০ কোটি টাকা অর্জিত হবে, যার লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে সকল পর্যায়ে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।**

চলমান পাতা-০২

Scanned with CamScanner

ঋণগ্রহীতার ঋণ প্রাপ্যতার সঠিকতা যাচাই পূর্বক **Quality lending এর মাধ্যমে বর্তমান ঋণ স্থিতি ২২৪৫৫.০০ কোটি টাকা থেকে উন্নীত করে জুন/২০২১ এর মধ্যে ৩০৩০০.০০ কোটি টাকা করতে হবে।** এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারনে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রনোদনা প্যাকেজ সমুহের আওতায় ঋণ বিতরণ করলে প্রণোদনা খাতসহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে। পাশাপাশি প্রনোদনা প্যাকেজের ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সরকারী ভাবে ভর্তুকী প্রাপ্ত হবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, কোন গ্রাহক ঋণের জন্য ব্যাংকে আসলে তাকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন শৈথিল্য প্রকাশ করলে অথবা কোন অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সতর্ক করেন। তিনি সকলকে যথাসময়ের মধ্যে এই ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের তাগিদ প্রদান করেন।

তিনি SME ঋণ বিতরণের বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে জারীকৃত **এসএমইপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২** এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, পূর্বে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১০% এর বেশী হলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে এসএমই ঋণ বিতরণ করলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাওয়া যেতো না। কিন্তু বর্তমানে এ সার্কুলারের আওতায় বিকেবিসহ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি এই পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। এক্ষেত্রে তিনি মাঠকার্যালয়ের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমরা বর্তমানে SME খাতে যে ঋণ বিতরণ করে থাকি তাতে spread মাত্র ২.১০, অপরপক্ষে এই সার্কুলারের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ৭% হারে ঋণ বিতরণ করার পরেও spread থাকে ৪%। এছাড়াও এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারলে ব্যাংকের সুদ আয় যেমন বাড়বে পাশাপাশি ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশন এর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এলক্ষ্যে আগামী **ডিসেম্বর/২০২০ এর মধ্যে ব্যাংকের এসএমই ঋণের স্থিতি মোট ঋণ স্থিতির ২১% -এ উন্নীত করতে হবে।** তাহলে বিকেবি এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা নিতে পারবে। এছাড়াও CMSME খাতে সরকারী ভাবে ৩০০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন বাজেট প্রনয়ন করা হয়েছে যা সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে তাই CMSME খাতে ঋণ বিতরণের তাগিদ প্রদান করেন।

তিনি **বিআরপিডি সার্কুলার-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিল ও এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও তদারকির মাধ্যমে সময় ভিত্তিক শতভাগ আদায়ের জন্য মাঠকার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণকে তাগিদ দেন। পাশাপশি কোন ঋণ কেসের পুনঃতফসিল ও এক্সিট সুবিধা যেন বাতিল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।** পুনঃতফসিল ও এক্সিট সুবিধা ব্যতীত যেসকল ক্ষতিগ্রস্ত মন্দ ঋণ সুদ মওকুফ পাওয়ার যোগ্য সেসকল ঋণসমুহকে **বিকেবির নিজস্ব সুদ মওকুফ নীতিমালা ০২/২০১৮** মোতাবেক সুদ মওকুফ সুবিধা দিয়ে নিয়মিত করতে হবে । এছাড়া যেসকল ক্ষতিগ্রস্ত মন্দ ঋণ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেগুলো অবলোপনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। অবলোপনকৃত ঋণ সমুহ এবং ৫২- স্থগিত সুদ আদায় করে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি দায়েরকৃত মামলা সমুহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং নতুন ভাবে কোন ঋণ যেন শ্রেণীকৃত না হয় সে বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করেন।

আরোও উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়কে বিভাগাধীন শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি সম্পন্ন শীর্ষ ২০ টি শাখা, অনুরূপভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহকে শীর্ষ ১০ টি শাখা নিয়ে প্রধান কার্যালয়ের শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের পত্র নং- প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০২০-২০২১/৪৩৬ তারিখঃ ১০.০৯.২০২০ মোতাবেক **বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন /task force গঠন করতে হবে।** কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়/হ্রাস করতে হবে।

তিনি চলমান পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশি উদ্যোমি হয়ে সচেতনতা, সতর্কতা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে কৃষি ঋণসহ অন্যান্য ঋণ বিতরণ, পাশাপাশি ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের বর্তমান অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তার স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

০৩। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ এর বক্তব্যঃ–

জনাব মোঃ আফজাল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সবাইকে সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে, আগষ্ট মাসকে শোকের মাস হিসাবে উল্লেখ করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ ১৫ই আগষ্ট-এ নিহত তাঁর পরিবারের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি চলমান বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি ধন্যবাদ জানান, পাশাপাশি যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থ্যতা

চলমান পাতা-০৩

Scanned with CamScanner

কামনা করেন এবং যারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি সভায় ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ব্যাংকের Balance Sheet এর Size বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে সবাইকে অধিক পরিমাণে গুনগত মানসম্পন্ন নতুন ঋণ বিতরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, দেশের মোট ঋণ গ্রহিতার প্রায় ৭১% এখনও মহাজনী ব্যবস্থা অথবা উচ্চসুদবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহন করে থাকে এবং এই বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে মহাজনী ব্যবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে।

তিনি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি এসএমই ঋণ বিতরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং **বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের বিগত ০৫/০৭/২০২০ ইং তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২** উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন, এছাড়া আগামী ডিসেম্বর/২০২০ এর মধ্যে সকল মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপককে যথাক্রমে **তাদের বিভাগ, অঞ্চল ও শাখার এসএমই ঋণের স্থিতি মোট ঋণ স্থিতির ২১%-এ উন্নীত করার জন্য এবং CMSME খাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।** পাশাপাশি পুনঃ অর্থায়ন ও সুদ ভর্তুকি প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছকে নির্ভুল তথ্যসহ প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরনের জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি ঋণ আদায় বিশেষ করে **বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর আওতায় সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ঋণসমূহ এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এই ঋণগুলো আমাদের সময় ভিত্তিক শতভাগ আদায় নিশ্চিত করতে হবে।** তিনি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, যে সমস্ত মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত মামলা অনিস্পন্ন ও বিচারাধীন রয়েছে, সেসব তথ্য বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় এনে পরিক্ষান্তে বিভাগ থেকে প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তার ভিত্তিতে আইন বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি, আইন বিভাগের মামলা সংক্রান্ত ওয়েভ পোর্টালে সঠিকভাবে নিয়মিত তথ্য আপলোডের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় নিম্ন আদালতে মামলার ধার্য তারিখের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল/শাখাকে তা অবশ্যই অবগত করানো ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য গুরুত্বারোপ করেন। **যেন মামলা শুনানির ধার্য্য তারিখে হাজিরা কোনভাবে বাদ না যায় এবং শাখা হতে মামলার হালনাগাদ অগ্রগতি ওয়েবপোর্টালে আপলোড নিশ্চিত করা হয়।** পাশাপাশি দায়েরকৃত মামলাসমুহ ব্যাংকের পক্ষে দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্য নিবিড় তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, ব্যাংকের NPL Management ব্যাংকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং WCL-1, WCL-2 এবং CL এর তালিকা হালনাগাদ করতে হবে এবং তালিকা ধরে ধরে প্রতিটি ফেইজে তাগিদ প্রদান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোটিশ ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদানসহ ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন CL এর পরিমান বৃদ্ধি না পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি সুদ মওকুফের জন্য ভালো ভাবে যাচাই বাছাই করে এবং ঋণের সকল তথ্য পুরণ করে Head Office এ প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি **প্রত্যেক শাখা ব্যবস্থাপককে ১০০ শীর্ষ ঋণ খেলাপির তালিকাসহ WCL-1, WCL-2 এবং CL এবং BRPD-05 এর আওতায় সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের তালিকা সংরক্ষন এবং একইভাবে মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককে তার অঞ্চলের ১০০ শীর্ষ ঋণ খেলাপি এবং BRPD-05 এর আওতায় সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের তালিকা এবং মহাব্যবস্থাপককে তার বিভাগের শীর্ষ ১০০ ঋণ খেলাপির এবং BRPD-05 এর আওতায় সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের তালিকা ফোন নাম্বারসহ হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করে এ তালিকা অনুযায়ী প্রতিদিন অন্তত ৩ জন শীর্ষ ঋণ ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।**

তিনি সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, APA চুক্তি অনুযায়ী বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে বিকেবি'র অর্জন হতাশাজনক। তাই **২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরুতেই তিনি শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়সহ APA চুক্তি অনুযায়ী সকল ইন্ডিকেটরের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহনের জোর তাগিদ দেন।**

চলমান পাতা-০৪

Scanned with CamScanner

তিনি প্রত্যেক শাখা ব্যবস্থাপককে রেমিট্যান্স প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ফান্ড না থাকার অজুহাতে কোন গ্রাহককে রেমিট্যান্স এর অর্থ প্রদান ব্যাতিরেকে ফেরত পাঠানো যাবে না মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি প্রত্যেক শাখার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং যেকোন বড় উৎসবকালীন/সরকারী ছুটির সময় শাখার ভল্টে যেন খুব অল্প টাকা থাকে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। সর্বোপরি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর দৃষ্টিভঙ্গি কর্মমূখী করে কাজে গতি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠি বিশেষ করে কৃষকদের সেবা দেয়ার সুযোগ আছে এবং সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে এবং সকলের মঙ্গল কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৪। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ এর বক্তব্যঃ–

জনাব শিরীন আখতার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে আক্রান্ত সকলের সুস্থতা কামনা করেন। তিনি সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তা যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের নিয়মিত লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ঋণ বিতরণের পাশাপাশি এবং সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারলে ব্যাংক তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। অন্যথায় ব্যাংক ঘুরে দাড়াতে পারবে না তাই সকলকে নিরলসভাবে চলতি অর্থবছরের মধ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৫। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ এর বক্তব্যঃ–

জনাব মোঃ কাইসুল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত সকলকে সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে শাখা এবং মাঠ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ব্যাংকে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সাহসিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, পাশাপাশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন । তিনি বলেন সবাই যেভাবে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে তাতে করে ব্যাংক ভবিষ্যতে ভাল করবে এবং বর্তমান অবস্থা থেকে অবশ্যই ঘুরে দাড়াবে। অবশেষে সবার সাফল্য কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন মহাবিভাগ) এর বক্তব্যঃ-

জনাব মোঃ আজিজুল বারী, মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন মহাবিভাগ মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সবাইকে সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় শাখা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সার্কুলার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা বিকেবি প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট বিভাগকে দ্রুত সমাধান করার নির্দেশনা প্রদান করেন। কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে শাখা এবং মাঠ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ব্যাংকে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে সাহসিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানান, পাশাপাশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। তিনি চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের আশা ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৭। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব মহাবিভাগ) এর বক্তব্যঃ-

মহাব্যবস্থাপক, হিসাব মহাবিভাগ মহোদয় ভিডিও কনফারেন্স এর সাথে সংযুক্ত এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন এবং কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব থেকে সকলের সুস্থতা ও ব্যাংকের চলমান কার্যক্রম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত সকল নিয়মাবলি অনুসরণপূর্বক সম্পাদনের তাগিদ প্রদান করেন। তিনি মাঠপর্যায় হতে সকল বিবরণী সময়মত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের অনুরোধ জানান। পরিশেষে সকলের সুস্থতা কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

চলমান পাতা-০৫

Scanned with CamScanner

০৮ ।**পর্যালোচনা সভায় ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ-**

৮.১ নিবিড় তদারকির মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাঠ কার্যালয়ে বন্টনকৃত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সময়ভিত্তিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং এ ঋণ প্রদানকালে গ্রাহকের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার এসিডি-১, এসিডি-২, সিএমএসএমই এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ঋণ প্রদান/অর্জন এর প্রতিদিনের তথ্য নির্ধারিত ছক মোতাবেক ওয়েব পোর্টালে আপলোড/প্রেরণ করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.২ সরকার ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় মাঠ কার্যালয়ে বন্টন করে দেওয়া ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণের তথ্য সংগ্রহের জন্য যে লোন ওয়েব পোর্টাল ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে তাতে নির্ভুলভাবে ডাটা আপলোড করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.৩ প্রত্যেক বিভাগের (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহের) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমানত সংগ্রহে নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের মাধ্যমে সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা ৭৪২৯.০০ কোটি টাকা এবং জুন/২০২১ এ মধ্যে আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০০.০০ কোটি টাকা অর্জন করতে হবে।(কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.৪ প্রত্যেক বিভাগকে (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহের) ঋণগ্রহীতার ঋণ প্রাপ্যতার সঠিকতা যাচাই পূর্বক Quality lending এর মাধ্যমে বর্তমান ঋণ স্থিতি ২২৪৫৫.০০ কোটি টাকা থেকে উন্নীত করে জুন/২০২১ এর মধ্যে ৩০৩০০.০০ কোটি টাকা করতে হবে।(কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.৫ প্রত্যেক বিভাগ (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহের) আগামী ডিসেম্বর/২০২০ -এ নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের মাধ্যমে ব্যাংকের সামগ্রিক এসএমই ঋণের স্থিতি মোট ঋণ স্থিতির ২১% -এ উন্নীত করতে হবে।(কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.৬ প্রতিটি শাখায় দৃশ্যমান স্থানে সরকারী প্রণোদনার আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল শাখায় ৪% সুদে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের ব্যানার দৃষ্টিগোচর স্থানে টানিয়ে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.৭ বিআরপিডি সার্কুলার-০৫/২০১৯ এর আওতায় পুনঃতফসিল ও এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও তদারকির মাধ্যমে সময় ভিত্তিক শতভাগ আদায়ের জন্য মাঠকার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক এবং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তাগণকে তাগিদ দেন। পাশাপশি কোন ঋণ কেসের পুনঃতফসিল ও এক্সিট সুবিধা যেন বাতিল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ মাঠ কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ ও ঋণ আদায় বিভাগ)

৮.৮ প্রধান কার্যালয় হতে বিআরপিডি-৫ সার্কুলারের আওতায় যে সকল ঋণ কেসের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ নিবিড় তদারকি এবং ঋণগ্রহীতাদের অবহিতকরণ করতে হবে। যেসকল প্রস্তাব এখনও প্রক্রিয়াধীন সেগুলো দ্রুত নিস্পন্ন করার পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ মাঠ কার্যালয়ের সকল মহাব্যবস্থাপক ও ঋণ আদায় বিভাগ)

চলমান পাতা-০৬

Scanned with CamScanner

৮.৯ প্রত্যেক বিভাগকে (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহের) আগামী ৩০শে জুন, ২০২১ এর মধ্যে নিবিড় তদারকি ও যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে কেস টু কেস ভিত্তিক তালিকা করে WCL-1, WCL-2, CL ঋণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.১০ প্রত্যেক বিভাগকে (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহের) আমানত স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা, নতুন আমানত হিসাব খোলার লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা, নতুন ঋণগ্রহিতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাসহ সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে (কার্যকরণঃ- সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়)।

৮.১১ প্রত্যেক শাখা/অফিসকে কষ্ট অব ফান্ড হ্রাস করনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং কম সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে Deposit Mix সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করনের মাধ্যমে আমানতের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে (কার্যকরণঃ সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ ও ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ)।

৮.১২ জুন-২০২১ এর মধ্যে অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং আদায় পরবর্তীতে আয় খাতে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে (কার্যকরণঃ সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও ঋণ আদায় বিভাগ)।

৮.১৩ ৫২-স্থগিত সুদ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ আদায়পূর্বক আয় খাতে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে (কার্যকরণঃ সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ও ঋণ আদায় বিভাগ)।

৮.১৪ কোভিড-১৯ বিরাজমান পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন ঋণ প্রণোদনা স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণ পরবর্তী **পুনঃ অর্থায়ন ও সুদ ভর্তুকি প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছকে নির্ভুল তথ্যসহ প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরনের জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।** (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক এবং ক্রেডিট বিভাগ)

৮.১৫ প্রত্যেক বিভাগকে (অধিনস্থ অঞ্চল ও শাখাসমুহকে) ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরুতেই নিজ নিজ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়সহ APA চুক্তি অনুযায়ী সকল ইন্ডিকেটরের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.১৬ প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়কে বিভাগাধীন শীর্ষ/অধিক শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতিসম্পন্ন ২০ টি শাখা, অনুরূপভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহকে অঞ্চলের শীর্ষ ১০ টি শাখা নিয়ে CL হ্রাসকরনে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগের পত্র নং- প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-১৬/২০২০-২০২১/৪৩৬ তারিখঃ ১০.০৯.২০২০ মোতাবেক **বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন /task force গঠন করতে হবে।** কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়/হ্রাস করতে হবে। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

৮.১৭ দায়েরকৃত মামলাসমুহ নিষ্পত্তি করার জন্য নিবিড় তদারকি করার পাশাপাশি প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় নিম্ন আদালতে মামলার ধার্য তারিখের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চল/শাখাকে তা অবশ্যই অবগত করবে যেন ধার্য তারিখে হাজিরা কোনভাবে বাদ না যায় এবং আইন বিভাগ হতে মামলার যে ওয়েবপোর্টাল করা হয়েছে সেখানে শাখা হতে মামলার হালনাগাদ অগ্রগতি ওয়েবপোর্টালে এন্ট্রি নিশ্চিত করা হয়। (কার্যকরণ ঃ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক)

চলমান পাতা-০৭

Scanned with CamScanner

০৯। সমাপনী বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সার-সংক্ষেপ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ব্যাংকের স্বাভাবিক কাজকর্মের গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকা যাবেনা। সকলকে সমন্বিতভাবে এই মহামারি পরিস্থিতি অত্যন্ত সতকর্তা ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে বছরের অবশিষ্ট সময়কে সর্বোচ্চ পরিমান কাজে লাগাতে হবে। সকলের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। তিনি আরো বলেন, ব্যাংকের ব্যালেন্স শীট এর সাইজ বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি। Quality Lending বাড়াতে হবে এবং নতুন করে যাতে শ্রেণীকৃত ঋণ না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিশেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কমসুদবাহী/সুদবিহীন আমানত সংগ্রহপূর্বক সুদ ব্যয় হ্রাস, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়ের মাধ্যমে কাংখিত পরিমাণ শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাস, গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণ, পর্যাপ্ত বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহ, ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের জন্য বছরের অবশিষ্ট সময়ে কার্যকর পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করার আহবান জানান। তিনি মেধার বিকাশ, চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার পরিবর্তন এনে সকলকে নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হয়ে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কে আগামী দিনের একটি আধুনিক ব্যাংক ও লাভজনক ব্যাংকে পরিণত এবং ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসেবে রেখে যাওয়ার প্রত্যয়ে তিনি Managerial efficiency বাড়ানোর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। Good governance প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন Accounting transparency সহ প্রতিটি কাজে যেন জবাবদিহিতা থাকে। সর্বোপরি সভায় যা আলোচনা করা হয়েছে তা মহাব্যবস্থাপকগণ তাদের অধিনস্ত মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগনের সাথে এবং মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগন শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে এবং শাখা ব্যবস্থাপকগন শাখায় কর্মরত সকলের সাথে আলোচনা করে বাস্তবায়নের নিমিত্তে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিশেষে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের আশা ব্যক্ত করে উপস্থিত সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

07/10/2020

(মোঃ আজিজুল বারী)
মহাব্যবস্থাপক
প্রশাসন মহাবিভাগ

০৪/১০/২০২০

(মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(১০২)এমসি-০৩/২০২০-২০২১/ ৫৪৫ তারিখঃ ০১-১০-২০২০ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। সকল প্রমোটার (উপ-মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

07/10/2020

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

Scanned with CamScanner